সংবাদ

তারিখ: 26 JUN 2013

কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা এক বছরেও বাস্তবায়ন শুরু হয়নি

• নেই মনিটরিং

রাকিব উদ্দিন

এক বছর পেরিয়ে গেলেও 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২'র বাস্তবায়ন শুরু করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গঠন করা হয়নি বিশেষ কোন মনিটরিং কমিটি। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর ও বাইরে কোচিং বাণিজ্য আরও বেড়েছে। বেড়েছে কোচিং ফি। এদিকে সম্প্রতি রাজনৈতিক অস্থিরতায় ঘন ঘন হরতাল ও অবরোধের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অভিভাবকরাও বাধ্য হয়ে সন্তানদের কোচিং সেন্টার কিংবা শ্রেণী শিক্ষকদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে পাঠাচ্ছেন।

এদিকে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে পরস্পরকে ঘায়েল করার তৎপরতা। অনেক শিক্ষক নিজেরা কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থেকেও অন্য শিক্ষকদের কোচিংবাজ আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) লিখিত অভিযোগ করছেন। আবার যারা কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত নয়, ঘায়েল করার জন্য তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগপত্র দেয়া হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসনে। শিক্ষা প্রশাসনও এসব অভিযোগ যাচাই না করে ঢালাওভাবে সম্প্রতি সারাদেশের ২ হাজার ৮১ জন শিক্ষককে কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়েছে, যাদের অনেকেই কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত নয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন মাউশির মহাপরিচালক। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'নীতিমালার মধ্যেই মনিটরিং কমিটি গঠনের কথা বলা আছে। কিন্তু শিক্ষকদের নৈতিক অবক্ষয় হলে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায় না'। এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সংবাদকে বলেন, 'এই নীতিমালা হলো লোক দেখানো। দুর্নীতিগ্রস্ত মাউশি যা কিছু করছে সবই লোক দেখানো।'

তিনি আরও বলেন, 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা বাস্তবায়নে মাউশির উপপরিচালক ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি থাকলেও ওইসব কমিটির কোন কার্যক্রম নেই। অনেক ক্ষেত্রে কোচিংবাজ শিক্ষকদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিচ্ছেন মনিটরিং কমিটি।'

নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোচিং বাণিজ্য বলতে জাতীয় দৈনিক বা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন, ব্যানার, দেয়াল লিখন অথবা অন্য কোন প্রচারণার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা করাকে বোঝাবে। কিন্তু গত এক বছরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে কোচিং সেন্টার কয়েক ৫গুণ বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসভবনে কোচিং সেন্টার বানিয়েছে। বিভিন্ন দেয়াল, ল্যাম্প পোস্ট, পাবলিক পরিবহনেও কোচিং সেন্টারের পোস্টার ও স্টিকার লাগানো দেখা যায়। এ বিষয়ে মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ বদর উদ্দিন হাওলাদার সংবাদকে বলেন, 'নীতিমালা করাতে কোচিং সেন্টারের চাহিদা আরও বেড়েছে। অভিভাবকরা

নীতিমালা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

নীতিমালা : বাস্তবায়ন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ভিখি হয়ে পড়েছে। কিন্তু নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারের কোন তৎপরতা নেই। কারণ সরকারের মধ্য পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা কোচিংবাজ শিক্ষকদের কাছ থেকে কোচিং বাণিজ্যের ভাগ পাচ্ছেন'।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক অভিভাবক সংবাদকে বলেন, 'আমার ছেলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। সে শ্রেণী শিক্ষকের বাসায় কোচিংয়ে পড়ে। গত বছর তার কোচিং ফি ছিল মাসে ২ হাজার টাকা। এবার ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে'।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২০ জুন কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরপর ওই বছরের ২৫ জুন নীতিমালায় একটি সংশোধনী আনা হয়। এতে সব বিষয়ের জন্য ভুক্তিভিত্তিক কোচিং ফি সর্বোচ্চ ১২৭ টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। নীতিমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে সরকারি/বেসরকারি স্কুল (নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক), কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর), মাদ্রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল) এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোঝাবে।

নীতিমালায় বলা আছে, সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে তারা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য স্কুল-কলেজ ও সমমানের প্রতিষ্ঠানে দিনে সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। কোন কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়েও কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না।